NAME : NIVEDITA CHATTERJEE (HOD)
DEPT : POLITICAL SCIENCE
CODE : PLSG-CC-4-4
SEM : 4

MODULE : 1
SHORT ANSWERS (1×15)=15 Mark

প্র: 1 আন্তর্জাতিক রাজনীতি কাকে বলে?

উ: 1 আন্তর্জাতিক রাজনীতি হল সেই বিষয় যা প্রধানত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতা কেন্দ্রিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা,বিবাদ ও সংঘর্ষ নিয়ে আলোচনা করে ।

প্র: 2 আন্তর্জাতিক সম্পর্কের 4টি বিষয়বস্তু কী কী ?

উ:2 জাতীয় শক্তি,জাতীয় স্বার্থ,কূটনীতি ও আন্তজাতিক আইন।

প্র:3 আন্তর্জাতিক বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করেছেন এমন দুজন প্রাচীন লেখকের নাম করো।
মেনসিয়স ও কৌতিল্য।

প্র:4 আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির 2জন প্রবক্তার নাম করো?

উ:4 Morton kaplan ও কার্ল ডয়েশ্চ ।

প্র :5 দুটি অ- রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক কর্মকর্তার নাম বলো ?

উ: 5 ক্যাথলিক চার্চ ও বহুজাতিক কর্পোরেশন ।

প্র:6 নয়া বাস্তব্বাদের অন্যতম প্রবক্তার নাম বল ?

উ:6 কেনেথ ওয়ালশ |

প্র:7 দুটি বহুজাতিক সংস্থার নাম কর ?

উ: 7 ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম জেনারেল মোটর্স্।

প্র:8 নারীবাদী আন্দলনের দুটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর?

উ:8 নারী-পুরুষের বৈশ্যমের অবসান চায় ও নারী স্বাধীনতা অর্জন কর্তে চায় ।

প্র:9 বিশ্ব ব্যবস্থা তত্বের দুজন প্রবক্তার নাম কর ?

উ:9 এ.জি ফ্রাঙ্ক,ঐমানুযেল অযালার স্টাইং।

প্র:10 আন্তর্জাতিক নারী দশক কোনটি ?

উ: 10 1976- 1986.

প্র:11 চোদ্দ দফা কর্মসূচির সাথে কার নাম জড়িত ?

উ: 11 মার্কিন রাষ্ট্রপতি W Wilson.

প্র:12 অনুন্নষ্নের উন্নয়ন তত্বে উদ্গাতা কে ?

উ: 12 এ জি ফ্রাঙ্ক।

প্র: 13 Detente শব্দের অর্থ কী ?

উ: 13 উত্তেজনা প্রশমন ও বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা।

প্র: 14 মার্কিন শিবির কাদের আদর্শে পরিচালিত?

উ: 14 উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক আদর্শ ।

প্র: 15 Glassnost কী ?

উ: 15 অর্থ ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসার ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ।

প্র: 1 ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্টগুলিকে আলোচনা কর । (10)

উ: 1 ভারত হল এশিয়া মহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব অপরিসীম । ভারতের পররষ্ট্রনিতি বলতে বোঝায় ভারতীয় রাষ্ট্রের বহির্বিশ্ব সম্পর্কিত লক্ষ, কৌশল ও উদ্দেশ্য, উপায় ও পন্থাগুলিকে । ভারতের পররাষ্ট্রনিতি প্রকৃতিগতভাবে স্বল্প বিস্তরর্নিতি ও আদর্শ নির্ভর। এই নীতির মূল বৈশিষ্টগুলি হল--

(1) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা : ভারতের পররষ্ট্রনিতির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা । সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক সমাধান ভারতের পররষ্ট্রনিতির অন্যতম লক্ষ্য ।

(2) জোট নিরপেক্ষতা: স্বাধীনতার পর থেকে ভারত নিরবচ্ছিন্নভাবে জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে চলেছে । আন্তর্জাতিক স্তরে দুটি ক্ষমতা কেন্দ্র যথা-- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ভারত 1947 সাল থেকে এই নীতিকে অনুসরণ করেয় আসছে। এই নীতির অর্থ হল কোনো শক্তি জোটের অন্তর্ভুক্ত না হয়ে আন্তর্জাতিক বিষয়ে য়ুক্তিনিস্খভাবে ও নিরপেক্ষভাবে বিচার বিবেচনা কর।

(3) পঞ্চশীল নীতি: ভারতের পররষ্ট্রনিতির অন্যতম বৈশিষ্ট হল পঞ্চশীল নীতি । পঞ্চশীল নীতির পাঁচটি নীতি হল-- (ক)পরস্পরের ভৌগলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমিকতার প্রতি শ্রদ্ধা, (খ) অপরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (গ) পারস্পরিক সুবিধা দান,(ঘ) সাম্যতা বজায় রাখা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

(4) ঔপনিবেশিকতাবাদের বিরোধিতা: ভারত ঔপনিবেশিকতবাদের বিরোধী কারণ তারা প্রায় ২০০ বছর ইংরেজ শাসন এর অধীন ছিল।

(5) বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধিতা: দক্ষিন আফ্রিকা ও দক্ষিন রো রোদেশিযাতে বর্ণবৈষম্য নীতির ভারত তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে।

(6) নিরস্ত্রীকরণ : ভারত বিশ্ব শান্তি রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণের আদর্শ ঘোষনা করেছে। এই উদ্দেশ্যে ভারত বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে অস্ত্র প্রতিযোগীতা বন্ধের ডাক দিয়েছে ও সামরিক জোট গঠনের বিরোধিতা করেছে।

(7) পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার: ভারত পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্রের বিরোধী হলেও এর শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের উন্নতি বিধানে সে আস্থাশীল। ভারত উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের পক্ষে পারমাণবিক শক্তির কল্যাণকর ব্যবহারের সমর্থক।

বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় UNOএর কার্যাবলিকে ভারত সদা সর্বদা সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছে ও এশিয়ার দেশগুলির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছে।

পরিশেষে বলা যায় এই ক্ষেত্রে ভারত নৈতিকতার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছে।